দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 3

২৫শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

008

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের নিরাপত্তা

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পুরোপুরি সন্ত্রসামুক্ত নয়। সারা মওসুম ধর্মঘট, হরতাল ছাড়াও হরেক রকম ছাত্র রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গরম করে রাখে। ছাত্র সংগঠনগুলোর বেপরোয়া গতিবিধি— অস্ত্রের ঝনঝনানির মুখে বিপাকে পড়ে নিরীহ ছাত্র এবং ছাত্রীরা। বিশেষ করে যারা 'হলে' থাকে তাদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। এই কিছুদিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা জানা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে 'ডিসিপ্লিনের অভাব'। অবাধ মেলা মেশা অন্ততঃ আমি মনে করি আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের এই গরীব দেশটিতে মানায় না। 'ফ্রিমিক্সিং' খারাপ নয়, ভালোও নিশ্চয়ই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বয়োপ্রাপ্ত, নিজেদের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান তাদের আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের জন্য যে দু'টি আবাসিক হল র[illegible]ছ তার একটির পেছনেই গড়ে উ[illegible]হ মাতাল ও জুয়াড়ীদের আড্ডা।

মাদকাসক্ত যুবক কি আচরণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। উপরন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে সন্ধ্যার পর প্রায়ই বিদ্যুৎ থাকে না। কর্তৃপক্ষও তেমন গরজ দেখান না এ সব ব্যাপারে।

সন্ত্রাস ও অরাজকতা এতো ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে যে, দিনের বেলাতেও ছাত্রীরা একাকী ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াতে ভয় পায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতেও আমরা দেখেছি সন্ত্রাসের মুখে কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অত্যাচারিত হয়েছে অসহায় ছাত্রীরা।

আজ দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের সতর্ক দৃষ্টির অভাবে 'শিক্ষাঙ্গন' না হয়ে 'অরাজকতার রাজ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষামন্ত্রণালয় যদি সুষ্ঠু নিয়ম-কানুন প্রবর্তন না করেন এবং তা যথাযথ প্রয়োগে ব্যর্থ হন তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসমুক্ত হবে না। পাশাপাশি আবাসিক হলের ছাত্রীদের নিরাপত্তাও থাকবে না। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—আকমল হোসেন খোকন

স্কুল শিক্ষকের কোচিং ব্যবস্থা

দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে সর্বোচ্চ পর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, করেছিলেন সম্মানিত। কিন্তু আজকের দিনে কিছু শিক্ষক নিজেদের স্বার্থে এমন কিছু কাজ করছেন, যার ফলে তারা আজ সমাজে একশ্রেণীর স্বার্থবাদী লোক বলে চিহ্নিত হতে যাচ্ছেন।

ছোট বোন ঢাকা ধানমণ্ডি মেহেরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। গত কয়েকদিন আগে স্কুল থেকে ফিরে এসে বললো, "ভাইয়া, স্যার বলছেন বাসার স্যার যে অংক করাবে আমি সেগুলো কেটে দেব।" স্কুলের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা কোচিং করানো হয়। ওখানে যারা পড়ে তাদেরকে ভাল নোট দেন। আর ওসব নোট যারা লিখে তাদেরকে ভাল নাম্বারও দেয়া হয়। আমি এখন থেকে স্কুল কোচিং করব।"

একজন শিক্ষক অন্য একজন শিক্ষকের বদনাম বলে কিংবা ভাল নাম্বারের প্রলোভন দেখিয়ে কোচিং-এর প্রচারণা এমনভাবে করছেন যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এখন কোচিং ছাড়া কিছু বুঝে না। স্কুল ছুটির পর প্রায় প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা কোচিং করতে হলে সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য স্কুলের বেতন, গৃহশিক্ষকের বেতন, তার উপর আবার কোচিং ফিস দিতে গিয়ে অভিভাবকমহল বিব্রত হচ্ছেন। আর যাদের পক্ষে এ কোচিং-এ অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না, তাদের মনোভাব হলো, যারা কোচিং করে তাদেরকে শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রশ্ন চিহ্নিত করে নোট দিয়ে দেন। কাজেই ভাল নাম্বার তারাই পাবে। ফলে তারা লেখাপড়ার প্রতি ততটা সিরিয়াস হচ্ছে না। লেখাপড়ার প্রতি তাদের অবহেলা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

সর্বশেষ কথা হলো, যে সকল শিক্ষক ভাল নোট কিংবা বাসার স্যারদের অংক হয় না বলে তার ছাত্র বা ছাত্রীদেরকেও কোচিং-এ আকৃষ্ট করছেন, তারা একটু ত্যাগ স্বীকার করে স্কুলের নির্দিষ্ট ক্লাসে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করলে উপকৃত হবো। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহল।

—আবদুল হক খোকা